ঝালকাঠিতে ৩ কোটি টাকার বিল তদবিরে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক দুই শিক্ষার্থী



সংগৃহীত ছবি

ঝালকাঠি এলজিইডিতে একটি প্রকল্পের চূড়ান্ত বিল তদবির করতে গিয়ে দুই শিক্ষার্থী জনতার হাতে আটক হন। পরে পুলিশে সোপর্দ করা হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ভুল বোঝাবুঝির কথা মেনে মুচলেকা দিয়ে তারা মুক্তি পান। এ ঘটনায় ঘুষের প্রস্তাব ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠে এসেছে।

ঝালকাঠিতে তিন কোটি টাকার একটি সড়ক ও সেতু প্রকল্পের চূড়ান্ত বিল তোলার তদবির করতে গিয়ে দুই শিক্ষার্থী জনতার হাতে আটক হন। তারা হলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিলুপ্ত কমিটির সদস্য সচিব সিরাজুল ইসলাম (২৪) এবং বরিশাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মেহেদী (২৫)।

ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) দুপুরে, যখন তারা ঝালকাঠি এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে গিয়ে বিল তদবির করেন। এ সময় সেখানে থাকা বিএনপিপন্থী ঠিকাদারদের সঙ্গে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদের থানায় নিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় সদর থানায় উপস্থিত হন স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকরা। ওসির কক্ষে একটি আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমঝোতার পর্যায়ে আসে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো লিখিত অভিযোগ না থাকায় ও ভুল বোঝাবুঝির কথা স্বীকার করে সাদা কাগজে লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে তারা রাত ৯টা ১০ মিনিটে মুক্তি পান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তারা সাবেক সংসদ সদস্য আমির হোসেন আমুর স্টাফ শাওন খানের পক্ষে বিল তোলার চেষ্টা করছিলেন। প্রকল্পের কাজ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় নলছিটি উপজেলা প্রকৌশলী ইকবাল কবীর তাদের বিল না দিয়ে প্রকৃত ঠিকাদারকে নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু অভিযুক্তরা বারবার চাপ প্রয়োগ করেন এবং এক পর্যায়ে ঘুষের প্রস্তাবও দেন বলে অভিযোগ করেন ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল কবীর।

অন্যদিকে, আটক হওয়া শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, প্রকৌশলীর ঘুষ ও দুর্নীতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাতেই তারা এলজিইডি অফিসে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত কিছু ঠিকাদার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনতার হাতে তুলে দেন।

থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, বিষয়টি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সমাধান হয়েছে, এবং যেহেতু কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তাই মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব খাটানো, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।